মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৩১

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ৭. প্রথম অনুচ্ছেদ - কুরবানীর পশুর বর্ণনা

بَابُ الْهَدْىِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ كَانَ أُحِلَّ لَهُ

বাংলা

২৬৩১-[৫] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশু উটের মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা পশুদের গলায় পরিয়েছেন এবং এগুলোর কুঁজ ফেঁড়ে দিয়েছেন। তারপর এগুলোকে কুরবানীর পশু হিসেবে (বায়তুল্লাহয়) পাঠিয়েছেন। এতে তাঁর উপরে কোন জিনিস হারাম হয়নি, যা তাঁর জন্যে আগে হালাল করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৬৯৬, মুসলিম ১৩২১, নাসায়ী ২৭৮৩, আহমাদ ২৪৪৯২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কুরবানীর পশুর গলায় হার লটকানো জায়িয এবং ইশ্‘আর করা (কুঁজের উপর রক্ত বের করে দেয়া) জায়িয। আর কুরবানীর জানোয়ার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবম হিজরীতে আবূ বাকর সিদ্দীক্ব-এর কাছে মক্কায় প্রেরণ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কিছু হারাম প্রমাণিত হয়নি। আর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, হারামে কুরবানীর জানোয়ার প্রেরণ করা জায়িয। যদিও সে নিজে সফর না করে বা নিজে ইহরাম না পরিধান করে। আর এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, একজনের পশু অন্যজন কুরবানী দিতে পারে। আর এ হাদীস হতে ইমাম মালিক দলীল গ্রহণ করেন যে, গরু কুরবানী করা উত্তম। তবে তার এ মাযহাব অন্যদের নিকট অগ্রহণীয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57191

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন